জয়শ্রী
৭৪ বর্ষ।। নবম সংখ্যা।। পৌষ ১৪১৬

সম্পাদকীয়

'তব সিংহাসনের আসন হতে এলে তুমি নেমে'

ভারত আত্মার মূর্ত প্রতীক অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের নিয়ন্তা সেই জ্যোতির্ময় পুরুষোত্তমকে তাঁর ১১৩তম জন্মজয়ন্তীতে আমাদের প্রণাম। জয়শ্রী তাঁর বিচিত্র প্রকাশের বাণী হয়ে উঠুক। স্থূল ও সূক্ষ্মের এক রহস্যঘন কোমল অস্তিত্বে তিনি সদা স্বদেশ ভূখণ্ডে বিচরণশীল— তাঁর স্নিগ্ধ অথচ প্রখর অস্তিত্ব ক্রম প্রকাশমান। ক্রিয়াযোগের সাধকরা সে অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। তাঁরা তাঁর আনন্দ উপস্থিতিতে রসঘন আবিষ্ট।

জড় ও চেতন প্রকৃতির সকল স্তরে তাঁর প্রকাশের অভিব্যক্তি নিত্য স্পন্দনে অনুভূত। 'নেচেছে প্রলয় নাচন' একটি প্রিয় গান, যে গানের সংগ্রহে 'জয়শ্রী'র প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিকার কাছে বারংবার আর্তি এসেছে। আজ দেশকাল চরাচরে সে প্রলয় নৃত্যের ছন্দ শোনা যাচ্ছে।

বিগত ছয় দশকের অধিককাল ক্ষয়ে ক্ষয়ে দেশ এক নিরালম্ব অবস্থানে ঠেকেছে— ইতিহাস, কৃষ্টি, অর্থনীতি, সমাজ সব কিছুই তলানিতে। বাইরের চাকচিক্য, বৃহৎ শক্তিসমূহের শ্যেন দৃষ্টি এই পুণ্যভূমিকে গ্রাস করার অভিপ্রায় এক চরম পর্যায়ে এসে ঠেকেছে, এরই মাঝে মহা-জীবনের অনুরণন আমাদের আশান্বিত অন্তরে নতুন বল এনে দিচ্ছে।

জগৎ কল্যাণে অবতীর্ণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা মা, ঠাকুরের নরেন্দ্রনাথের পর যে অমিতবীর্য পুরুষ সিংহ আবির্ভূত হয়েছেন তাঁকে কারা আজ সহায়তা দানে উন্মুখ! স্বার্থশূন্য, ত্যাগী সৈনিকরা আজ কোথায়? সমসাময়িকদের ত্যাগ ও সাহচর্য পরিবেষ্টিত সেই মহাজীবন নতুনের সন্ধানে— নতুনের ক্রমপ্রসারণে নিত্য ব্যস্ত।

রসহ্যঘন বার বার হারিয়ে যাওয়া সেই অস্তিত্বের সন্ধানে দীর্ঘ কয়েক বছরের সাধনায় উপস্থাপিত হতে চলেছে ইতিহাসের সেই 'কালো বাক্সে'র কাহিনী। বিস্ফোরক সাক্ষাৎকার বিস্ফোরক সব নতুন তথ্য।

২০০৯ বৎসর শেষের প্রাক্কালে দুই নেতাজীপ্রেমী আমাদের মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন। দিল্লিস্থ 'ভারতপথিক' সংগঠনের প্রাণপুরুষ মোহনতোষ চট্টোপাধ্যায় ২৫ ডিসেম্বর ২০০৯ স্বল্পরোগ ভোগের পর একটি নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। দিল্লির পরিমণ্ডলে ভারতপথিক যুব সমাজে কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল— বিপ্লবী অনিল রায়, বিপ্লবী লীলা রায় ও সাধক অনির্বাণের স্নেহধন্য মোহনতোষ চট্টোপাধ্যায় আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর সদাহাস্যময় আনন্দঘন সাহচর্য আর আমরা পাব না। ২৬ ডিসেম্বর ২০০৯ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের এক প্রত্যয়ী অনুসারী দুই বিপ্লবী সাধক অনিল রায়-লীলা রায়ের একনিষ্ঠ অনুগামী যাদব মৈত্র চলে গেলেন। এঁদের দুজনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

সম্প্রতি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু অসুস্থ হয়ে নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছেন, তাঁর চিকিৎসা নিয়ে সারা ভারতে তোলপাড় চলেছে— সেই সঙ্গে সংবাদপত্রে চিকিৎসার গাফিলতি নিয়ে রাজ্যের প্রয়াত ক্রীড়ামন্ত্রীর সহধর্মিণীরও অভিযোগ আমাদের নজরে এল। কিন্তু শত শত সাধারণ মানুষ কিভাবে এই-সব বিশেষ নার্সিংহোমগুলিতে চিকিৎসক ও হাসপাতালের অর্থগৃধ্নু পরিচালকদের শিকার হন তার খবর কে রাখে! স্বাস্থ্য পরিষেবা এতটাই বেহাল যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও সরকারি হাসপাতালে যান না। কিন্তু কেন? এর জবাব কে দেবে। গরীব মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত রোগীদের কি হাল তা কি রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রী অথবা অন্য কোনো নেতা-নেত্রী সরেজমিনে দেখেছেন? কি অসহায় এই রোগীদের পরিবার-

পরিজন তা ভাবার কি কোনো ফুরসৎ এই দেশসেবকরা পান?

রাজ্যের পরিবহন অবস্থা নিয়ে কোনো আলোচনা করতে চাই না— রাজ্যবাসীর পরিষেবার জন্য নির্বাচিত সরকার বিগত ছয় মাসাধিককাল যাবৎ বাস, অটো ইত্যাদি বাতিলের আইনি ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবহনের স্বল্পতা, জনগণের অন্তহীন দুর্ভোগ আমাদের তিতিবিরক্ত করে তুলেছে। এখনো আইনি ব্যবস্থার ফাঁকে যে-সব পরিবহন চলছে তার মধ্যে বহুলাংশ যাত্রীর সুখ-সুবিধার প্রতি কোনো নজর নেই। বহু বাসের বসার সিট বসার উপযোগী নয়, জানালা ইত্যাদিও ঠিকমতো নেই— তা দেখার দায়িত্ব কার?

শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্রদের মধ্যে বামজমানার একাধিপত্য কাটতে শুরু করেছে। পেশী শক্তি ও ক্যাডারভিত্তিক ক্ষমতা দখলের রাজনীতি একটা পাল্টা হাওয়া বইছে। যদিও এই নতুন দখলদারীর আন্দোলনে পেশীশক্তির আমরা সমর্থক নই— তবু কখনো দুর্বৃত্তদের দমন করতে তেমন ব্যবস্থারও প্রয়োজন।

পত্রপত্রিকায় দেশভাগ ও তৎপরবর্তী বিষয় নিয়ে ইদানীং নানা আলোচনা প্রকাশ পাচ্ছে। ফলে নতুন তথ্যও উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। যা থেকে আমরা আজ জানতে পারছি দেশীয় নেতারা কোন্ শক্তির ক্রীড়ানক হয়ে কাজ করেছেন। আজ প্রকাশ পাচ্ছে এই শক্তি ব্রিটিশরাজ আর তার খলনায়ক চার্চিল স্বয়ং। তিনি কিভাবে দেশভাগ ও হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সৃষ্টি করেছিলেন তা আজ নানা তথ্যের মাধ্যমে বেরিয়ে আসছে। একইসঙ্গে একথাও বলবো, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দু নির্যাতনের মাধ্যমে উদ্‌বাস্তু আগমন এবং তাদের উপর নারকীয় অত্যাচারের ঘটনা প্রকাশিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে পুনর্বাসন ও ত্রাণের ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গান্ধীজীর নেতৃত্বের এবং তার অনুগামীদের ইতিহাসই সোচ্চারে আলোচিত হয়। কিন্তু গান্ধীজীর আওতার বাইরে বিপ্লবী লীলা রায় ও বিপ্লবী অনিল রায়ের যে অসমান্য অবদান তার উল্লেখ দেখা যায় না। নোয়াখালির দাঙ্গার নারকীয় কাণ্ডের যে ইতিহাস, যে বিবরণ নিয়ে আজ বইপত্র প্রকাশ পাচ্ছে তা দেখে বিস্মিত হই— যে কাহিনী সে সময়েই অনিল রায় ধারাবাহিকভাবে 'জয়শ্রী'তে ছদ্মনামে লিখেছিলেন, তা ছাড়া নোয়াখালির সবচেয়ে উপদ্রুত অঞ্চলে বিপ্লবী লীলা রায় ত্রাণ ও উদ্ধারকার্য করেছিলেন, তাঁদের প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল সার্ভিস ইনস্টিটিউটের অসামান্য অবদানের কথা আজও স্বীকৃত হতে দ্বিধা অথবা অজ্ঞতা দেখা যায়। বিপ্লবী লীলা রায় এই কাজে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. মেঘনাদ সাহা এবং জননেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে সহযোগী করে নিয়েছিলেন, যুক্ত করেছিলেন শরৎচন্দ্র বসু ও অগুন্তি বিপ্লবী নারী-পুরুষকে। আমরা চাই ভবিষ্যতের প্রতিবেদকরা এদিকে নজর দেবেন।

অতীতের বিবিধ অপকর্মের খলনায়কেরা একত্রিত হয়ে নেতাজীর নাম উচ্চারণের যে সোরগোল তুলেছেন সে সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হবার কোনো কারণ নেই। ১৯৪৫ সালে আজাদ-হিন্দ ফৌজের বীরত্বব্যঞ্জক ও ঐক্যের অসামান্য বাতাবরণকে বিপর্যস্ত করতে যেমন Direct Action প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন হয়েছিল, যে কাণ্ডে সেদিন আড়ালে কংগ্রেস কমিউনিস্ট ও মুসলিম লীগ সামিল হয়েছিল— নেতাজীর ঐক্যের যাদুকাঠিটি যারা ভেঙে তছনছ করেছিলেন, দেশ বিভক্ত হয়েছিল, সেই একই দোসররা আজও ভবিষ্যতের এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্ভাবনা আঁচ করতে পারছেন— তাই এই নেতাজী নামকীর্তন। কিন্তু না, আজ আর আড়ালে, গোপনে কোনো কাজ হাসিল সম্ভব নয়, দেশের সবকটি দল-উপদল, তাদের নেতা-নেত্রীর মুখোশ খুলে গেছে।

নতুন বছরের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতি কামনা করে 'জয়শ্রী'র সকল শুভানুধ্যায়ীকে জানাই আমাদের শ্রদ্ধা প্রীতি শুভেচ্ছা। আহ্বান জানাই নতুন প্রজন্মের প্রতি যারা স্বল্প হলেও এগিয়ে আসছেন 'জয়শ্রী'র তথা নেতাজী, বিপ্লবী লীলা রায় অনিল রায় ও তাঁদের বিপ্লবী সহকর্মীদের পতাকা বহন করতে।